কাঠগড়া

তৌফির হাসান উর রাকিব

কাঠগড়া

তৌফির হাসান উর রাকিব

www.uralponkhi.com

কাঠগড়া

তৌফির হাসান উর রাকিব

প্রথম প্রকাশ
ই বুক মেলা ২০১২

সত্ত্ব
কবি

ই-বুক প্রকাশ
www.uralonkhi.com

মূল্য
ই-বুক টি বিনামূল্যে ডাউনলোড যোগ্য

যোগাযোগ
bangla.ebook01@gamil.com

নিজে হেটে চলি রজনীর পথে
তোরে এনে দেই ভোর
ঘুমন্ত মুখে চুমো একে দেই
নাইবা কাটুক ঘোর
বুঝলিনা তুই আজও আছি আমি
যেমন ছিলাম তোর!

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় মাহবুব মোর্শেদ ভাই কে.....

এই বইয়ের কবিতাগুলো লেখা হয়েছে ২০০৫ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে। একান্তই নিজের জন্য লেখা, ভাবিনি কখনও পাঠকদের হাতে উঠবে! ই-বুক মেলা, সেই সুযোগটা এনে দিল! খুব অল্প সময়ে বই তৈরি করে দিতে হল এই মেলার জন্য। তাই অতটা যত্ন নিয়ে ঘষামাজা করার সুযোগ হয়নি, ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃ ষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল! পুরো বইয়ের একটি কবিতাও যদি ভালো লাগে, তাহলেই আমার চেষ্টা সার্থক বলে ধরে নেব! সেই সাথে বইমেলা ২০১২ তে প্রকাশিত আমার গল্পের বই, "এক" পড়ার আমন্ত্রন রইল সবার প্রতি। বইয়ের দোকানেই মিলবে তার ইবুক!
সবার দোয়াপ্রার্থী।

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

বিস্মৃতি

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

তুমি কি ভুলেছ প্রিয়তমা
সেই সে দুপুরে আমায় ছুঁয়ে ফেলা?

তুমি কি ভুলেছ প্রিয়তমা
আমাদের থেকে ঠিক এক কদম পিছিয়ে পরা
দিগন্ত জোড়া সবুজ অরণ্য?

তুমি কি ভুলেছ প্রিয়তমা
নিস্তব্ধতা চিরে দেয়া
গানের পাখির ডাক?

তুমি কি ভুলেছ
প্রথম হাতে হাত রাখা?

তুমি কি ভুলেছ
ঘন আবীরের রঙে রাঙ্গা ললাটে
আমার প্রথম চুম্বন?

তুমি কি ভুলেছ
নাগরিক যান্ত্রিকতার ভিড়ে
দুজনার তেপান্তরে হারিয়ে যাওয়া?

তুমি কি ভুলেছ প্রিয়তমা
আমাকে দেয়া সেই সে কথা?
আমার বউ হবে!

জানি, ভুলে গেছ
সব ভুলে গেছ তুমি
হারিয়ে গেছে সব কথা মহাকালের চোরাস্রোতে!

হয়তো অবুঝ তুমি
এখনও খুজে বেড়াও নির্ভরতা...
নতুন, অচেনা কোন এক
আগন্তুকের হাতে!

নিঃশর্ত আমার ভালবাসার
কোন শর্ত ছিলনা
তাইতো তোমার ফিরে আসার দাবীতে
রাজপথে উচ্চস্বরে রব তুলিনা!

করিনি খোদাই কোন বুনো বৃক্ষে
তোমার নামের বিবর্ণ অক্ষর
রঙিন তোমাকে আপন করেছি নিজ সত্ত্বায়

খুড়ে দেখো আমার সিক্ত হৃদয়
খুজে পাবে ভালবাসায় জড়ানো শুধু তোমায়
আরও গভীর থেকে গভীরে.....

নির্ঝরের মত ঝরে পরা আমার অশ্রুজলে
আশান্ত হয়ে বয়ে চলা তপ্ত রুধির নহরে।

তুমি কি ভুলেছ প্রিয়তমা
আমার বুকের গন্ধ?

তুমি কি ভুলেছ
তোমার চুলে আমার পরশ?

তুমি কি ভুলেছ
বহুরঙ্গা সেই স্বপ্নের ঘুড়ি?
যা আমার আকাশে আজও ওড়ে...

তুমি কি ভুলেছ
সেই নিঃসঙ্গ নিশিবক কে?
যে ডেকে চলে দিগন্তের শেষ প্রান্তরেখায়
শুধু তোমার নামটি ধরে.....

জানি, ভুলে গেছ
সব ভুলে গেছ তুমি
ভুলে গেছ এই আমায়

শুধু ঘৃ ণ্য এই আমি
ভুলতে পারিনা তোমায়!

খুজে ফিরি আজও
কি সুখে আছো তুমি
সিক্ত হয়ে কোন সে ভালবাসায়
কোন সে মায়াজালে হয়েছ বন্দী
কোন সে আকাশে খুজে নিয়েছ স্বাধীনতা!

কোন এক চৈত্রের দুপুরে
যদি মোহের ঘুম ভাঙ্গে,
সূর্যের অশ্রুশূন্য কান্না দেখে
যদি একটিবারও
এই আমায় মনে পড়ে.....
ভুলে যেও
আমায় তুমি আবারও
সযতনে, ভুলে যেও!

সুখে থেকো প্রিয়তমা, তোমার স্বর্গে
পরজন্মে যদি দেখা পাই,
আমায় তুমি আবারও কথা দিও
বউ হবে!

----------o----------

গহীনে

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

আমি রুদ্ধ দুয়ার
খুলব এবার
সময় সেরা চিৎকারে,
এক নিমিষের ফুঁৎকারে!

বুকের সুপ্ত
প্রবল বলের
জোয়ার-ভাটার
স্রোত-তোড়ে!
গহীন বনে

আপন মনে
হাঁটবো এবার এক ভোরে!
কাঁপবো নাকো ভয়-ডরে!
আয়রে তোরা

হাত ধরে সব
আয়রে ঢাকি চাদর দিয়ে
সূর্যটা আর চাঁদটারে!

ভালবাসার
আবেগ দিয়ে
আগুন জ্বালি মন-ঘরে!

ঘুম ভাঙা মোর
হৃদয়টাকে
বাসবো ভাল প্রাণভরে!

আজ ঠিক করে নে
ভুলটারে!

থাকিসনে কেউ
চুপটি বসে
বদ্ধ ঘরের
দাওয়ার পাশে,

উজান স্রোতে
নয়া রথে
দে ভাসিয়ে মনটারে!

----------o----------

একটি হাসি

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

আমি জানিনা কেউ পারবে কিনা
শুধু একটি হাসির জন্য জীবন বিলাতে
আমি পারব!

ও হাসি আমার চেতনা লোপ করে
অথই জলে ভাসায় মনের সাহারা

আকাশে ওড়ায় নিঃসঙ্গ নিশিবকের মত
ভাসিয়ে নেয় শুভ্র মেঘের ভেলায়

ছুড়ে ফেলে সবুজ অরণ্যের কোলে
সাজিয়ে দেয় জ্যোৎস্না রাতের স্নিগ্ধতায়।

দুঃখের পেষণে ক্লান্ত পরাজিত এ মন যখন
অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে দুঃখ ভুলতে চায়
ঠিক তখন তার আবির্ভাব ঘটে মনের পর্দায়
মুহূর্তেই রঙিন ছবি ফুটে ওঠে হৃদয় ক্যানভাসে

শুরু হয় নতুন তুলি, নতুন রঙের খেলা।

ও হাসিতে বিধাতা রাজকার্য ভুলে যায়,
আমিতো মর্ত্যের মানব মাত্র!

ও হাসি হাতছানি দেয়, কাছে ডাকে
নিরন্তর ছুটে চলি অধরা হাসির পিছনে
শত চেষ্টায়ও ভোলা যায় না তারে।

আমি ও হাসির প্রেমিক, শুধুই ও হাসিমুখের
ওর সত্ত্ব যে একান্তই আমার!

যারে লালন করে চলেছি,
নিভৃতে গোপনে...
সমগ্র হৃদয় জুড়ে তার বিচরন!

ও হাসি যদি চিরদিন থাকে, আমার আমিতে
চাইনা কিছুই বিধাতার কাছে
এ মাটির পৃথিবীতে!

----------o----------

তোমার আমি

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

প্রভাকরের নতুন দিনের সূচনায়
আমি তোমায় দেখতে পাই
রজনীর কালো অমানিশায়
আমি তোমায় খুজে ফিরি।
উড়ন্ত পাখির দুরন্ত ঝাঁকে
আমি তোমায় দেখতে পাই
সাদা পায়রার বুকের লাল ক্ষতে
আমি তোমায় খুজে ফিরি।
দিগন্ত বিস্তৃত সোনালী ফসলে
আমি তোমায় দেখতে পাই
দুর্দান্ত খরায় চৌচির মাঠে
আমি তোমায় খুজে ফিরি।
নব যৌবনা সর্পিণী নদে
আমি তোমায় দেখতে পাই
বিশুষ্ক নদীর বালুকাবেলায়
আমি তোমায় খুজে ফিরি।
জাতিসংঘের কোন শান্তি মিশনে
আমি তোমায় দেখতে পাই
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায়
আমি তোমায় খুজে ফিরি।
আমার হৃদয়ের গহীন কোণে
আমি তোমায় দেখতে পাই
তোমার বুকের অলিন্দে-নিলয়ে
আমি আমায় খুজে ফিরি!

----------o----------

স্রষ্টা আমায় মানুষ করেনি

--- **তৌফির হাসান উর রাকিব**

আমি চাই সবার আগে এ ঘুমন্ত পৃথিবীর মুখ দেখি
ঘুমন্ত শিশুর নিষ্পাপ মুখে চুমো খাই
বিনিদ্র রজনী কাটানো গার্ডের বুকে আলিঙ্গন করি
প্রদীপহীন কোন ঘরে অচেনা বীরের মত প্রবেশ করি
কিন্তু দুঃখ, স্রষ্টা আমায় সূর্য করেনি!

আমি চাই আমি সমস্ত মহাবিশ্ব দেখি মুগ্ধতায়
দূর দিগন্তে মাথা নোয়াই ক্লান্ত হয়ে
আমার বুকে ঠাই করে দেই মেঘেদের
দুঃখের রঙে রঙিন হয়ে সুখ খুজে পাই
কিন্তু দুঃখ, স্রষ্টা আমায় আকাশ করেনি!

আমি চাই পাড়ি দেই বহু ক্রোশ পথ
ফসলের মাঠের বুক চিরে চিরে
কখনওবা কোন চিরদুখি জীর্ণ গাঁয়ের পাশ কেটে
চাই ভরে দিতে গৃহবধূর আশার কলস
কিন্তু দুঃখ, স্রষ্টা আমায় নদী করেনি!

আমি চাই ডানা মেলি ঐ সুদূর শূন্যতায়
স্বর্গের খোজে তাকাই মর্ত্যের পানে
মায়ার ঘর, মায়ের লাউডগা, সাজান আঙ্গিনা
নীড় বাঁধি নিরাপদ কোন ভালবাসার আশ্রয়ে
কিন্তু দুঃখ, স্রষ্টা আমায় পাখি করেনি!

আমি চাই সহস্র বছর ঠায় বেঁচে থাকি
অক্ষয় অটল কোন মহামানবের ন্যায়
সেজে থাকি কঠিন প্রস্তরে, শুভ্র তুষারে
মোড় ঘুরিয়ে দেই বাতাসের, বৃষ্টি নামাই
কিন্তু দুঃখ, স্রষ্টা আমায় পাহাড় করেনি!

আমি চাই ভেসে চলি কোন এক অব্যক্ত আনন্দে
ইচ্ছে হলেই অভিমানে গলে ঝরে পরি
শীতলতার পরশ বুলাই বসুন্ধরার বুকে
আমার ছোঁয়ায় মিটিয়ে দেই মাটির তৃষ্ণা
কিন্তু দুঃখ, স্রষ্টা আমায় মেঘ করেনি!

আমি চাই অন্যের সুখে পরমানন্দ পাই
অন্যের দুখে কেঁদে বুক ভাসাই
বিপদে পাশে দাড়াই সাহায্যের বাহু প্রসারিত করে
ক্ষমা করি যার যত দোষ আমার চোখে
কিন্তু দুঃখ, স্রষ্টা বোধহয় আমায় মানুষও করেনি!!!

----------o----------

তুমি হাসবে বলে

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

তুমি হাসবে বলে
আজ আকাশে সূর্য ওঠেনি
তুমি হাসবে বলে
আজ সকালে শিশির ঝরেনি!

তুমি হাসবে বলে
রঙিন মেঘের ভেলা ভাসেনি
তুমি হাসবে বলে
এই শরতে কাশেরা সাজেনি!

তুমি হাসবে বলে
আজ ভোরে পাখিরা ডাকেনি
তুমি হাসবে বলে
রাতের আঁধারে তারারা জ্বলেনি!

তুমি হাসবে বলে
আজ বাগানে ফুলেরা ফোটেনি
তুমি হাসবে বলে
আজ সাগরে জোয়ার আসেনি!

তুমি হাসবে বলে
চাঁদের হাসিতে পৃথিবী হাসেনি
তুমি হাসবে বলে
রঙধনু তার রঙ আনেনি!

তুমি হাসবে বলে
আজ নদীতে নৌকো চলেনি
তুমি হাসবে বলে
আজ ঝর্ণার ঘুম ভাঙ্গেনি!

তুমি হাসবে বলে
কুয়াশা তার চাঁদর মেলেনি
তুমি হাসবে বলে
বৃক্ষ-শাখে কুঁড়িরা জাগেনি!

তুমি হাসবে বলে
আজ আমাকে দুঃখ ছোঁয়নি
তুমি হাসবে বলে
আজ ও আমাকে ভালওবাসেনি!

----------o----------

ভালবাসি

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

লম্বা চুলের বেণী
ঠোঁটে আলতো লিপস্টিকের ছোঁয়া
এই তার চেহারায়, কৃত্রিমতার প্রলেপ.....
কিন্তু এতেই যেন পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর
এ মেয়েটির মুখে এসে ভর করে!

কলেজ ড্রেস, সাথে সাদামাটা সুয়েটার
সে হেটে চলে
কখনওবা দেখা হলে মিষ্টি হাসে
আমি চেয়ে থাকি
অপলক, লজ্জা ভুলে চেয়ে থাকি

যেন পূর্ণিমার রাতের জোছনা.....

অ মেয়ে জানে না
আমি প্রতিদিন তার পথ চেয়ে বসে থাকি
তার প্রতিটি পদশব্দ
আমার মনের গির্জায়
নিরন্তর ঢং ঢং করে বেজে চলে।

আমি তারে ভালবাসি
হ্যাঁ, ভালবাসি

আরও অনেকেই হয়তো বাসে
হয়তো আমার চেয়ে বেশিই বাসে
এ ভালবাসা তার প্রাপ্য, তার অধিকার!

ও মেয়ে জানে না
গলির ধারে বসে থাকা ছেলেটা
এই আমি, বখে যাওয়া এক তরুণ
তাকে কত্ত ভালবাসি।

আমার সমস্ত সত্ত্বায়,
শিরা ধমনীতে তার বিচরন
আমার ভাবনার গোটা জগতে তার রাজ্য।

আমি তারে সর্বদাই নিবিড় মনে স্মরণ করে চলি।

দুষ্ট হাওয়ার তোড়ে, এলোমেলো পাতার আড়ালে
ল্যাম্পপোষ্টের আলোটা যখন আমার সনে
অঘোষিত লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে ,
তখন আমি তার কথা ভাবি

রাতজাগা কোন পাখির বুকফাটা ডাক শুনতে শুনতে
আমি তাকে ভেবে চলি

হে অনিন্দ্য সুন্দর মানবী
আমি তোমারে ভালবাসি
কেমনে বলবো? ভালবাসি!

তার হাসি আমার হৃদয়ে তুফান তোলে
চেতনা লোপ পায়

ওগো কন্যা
আমি তোমায় ভালবাসি, বড্ড বেশি ভালবাসি

তার ভয়ংকর সুন্দর দুনয়ন, আমায় কাছে ডাকে
অদ্ভুত আকর্ষণে মন ছুটে যেতে চায়
ও দুচোখ
কখনও কাজলের স্পর্শ পেয়েছে বলে মনে হয়না
তবুও
ও আঁখির মায়াজাল যেন হরিণীর চোখকেও হার মানায়!

ভালবাসি, আমি তারে ভালবাসি

তার দুঠোঁট ক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনীর রূপে ধরা দেয়
কোমল অধর যুগল থেকে ভেসে আসা কথামালা
আমার বুকে অচেনা সুমিষ্ট সুরের দোলা দেয়।

তার একেক ফোটা অশ্রু
যেন আমার একেকটি ব্যার্থতা!

ভালবাসি মেয়ে, তোমায় আমি ভালবাসি
কোনদিন কি তুমি জানবে?
এই আমার ভালবাসার কথা?
হয়তো জানতেও পারবেনা কোনদিন
এই বখাটে তরুণের হৃদয়ের জবানবন্দী

তবে
আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি!

----------o----------

ফলাফল শূন্য

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

ভেবেছি তোমায় প্রভাত দেব
দেয়া হয়নি
আমার হৃদয়ে শুধুই রজনী
ভোর মেলেনি!

ভেবেছি তোমায় গোলাপ দেব
দেয়া হয়নি
কাটা ক্যাকটাসে ভরা এই মনে
গোলাপ ফোটেনি!

ভেবেছি তোমায় চুমু খাব
তা হয়নি
রক্তাক্ত ঠোঁটে অধর ছোঁয়াব
সাহস পাইনি!

ভেবেছি তোমায় দুঃখ দেব
দেয়া হয়নি
দিয়েছ অনেক তবুও ফেরত
আজও দেইনি!

ভেবেছি তোমায় ভুলে যাব
তা পারিনি
করেছো দখল পুরো বুকটা
কখন বুঝিনি!

ভেবেছি তোমায় রাখবো সুখে
তুমি থাকো নি
গিয়েছ চলে আমায় ফেলে
আর আসনি!

----------o----------

শেষ সময়

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

আকাশে মেঘ জমেছিল বটে
তবে
ভাবিনি সে মেঘের চিহ্ন তোমাতে ফুটবে!

রঙধনু সাজাবে বলে মেঘেদের
সে কি নিরন্তর ছুটে চলা.....

অজানা অসীম কোন শক্তির কাছে
ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যাওয়া

বিজলীর আলোয় তোমায় ভাসিয়ে দেয়া,
বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়া জলে
তোমার স্পর্শ নেয়া,
ঝড়ও বুঝি থামতে ভুলে গিয়েছিল!

উদ্দাম হাওয়ায় উড়ে চলা চুলের সুবাস
কোন কাননের ফুলগুলোকে লজ্জা দিল
কে জানে!

পদদলিত শুকনো পাতার আহাজারি
আর
রূপার নুপুরের মিলিত গুঞ্জন
তোমার জয়ধ্বনি কিনা, জানা নেই!

শুধু জানি, মেঘেরা ধন্য, তোমায় পেয়ে
তাদের নিঃসঙ্কোচে লীন হয়ে যাওয়া যে
তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত!

মুঠোবন্দী একফোঁটা জল
ফেলো না যেন
রেখে দিও চিরকাল
শেষ সময় অবধি!

কারন জানতে চাইলে বলবো
মেঘেদের আমার হয়ে কাঁদতে বলেছি যে.....!

----------o----------

কাঠগড়া

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

তোমাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে আমার
এতটুকুও ভাল লাগে না
কারন আমি জানি, যেখানে হারাবার ভয় নেই
সেখানে প্রাপ্তির সম্ভাবনাও সামান্যই থাকে!

তোমাদের দণ্ডবিধিতে কি হবে আমার বিচার?
নির্ঘাত বেকসুর খালাস!
তোমাদের বিচারক আমার কসুরগুলো চোখে দেখবে?
সে সাধ্য কোথায় তার?

কিন্তু বিধাতার দরবারে কি হবে আমার?
নরক নরক নরক!
এ শব্দ কিছুতেই আমার পিছু ছাড়বে না

ওতেও বোধহয় আমার ঠাই হবে না!

স্রষ্টাকে হয়তো কষ্ট করে বানাতে হবে
আরও নিকৃষ্টজনদের আবাসস্থল
যার উদ্বোধন হবে আমাকে দিয়ে!

কি বলছো? আমি নরক পাবো না?
হাঁ হাঁ হাঁ.....
হাসালে ভাই...

নরক যদি আমি নাইবা পাবো,
তাহলে আমি নবীর জন্য পাগলপারা নই কেন?
কেন নামাজ আমার কাছে কষ্টের মনে হয়?
কেন রোযা রাখা আমার কাছে বড্ড অবিচার মনে হয়?
খোদার কুদরতি পায়ে মাথা ঠেকাবার সুখ,
আমি কেন পাই না, বলতে পার?

কেন পবিত্র কোরআন এ বুকে চেপে ধরলে
কোন প্রশান্তি মনে জাগে না?
কেন?
কেন তসবীর ছড়াটা এত এত ভারী লাগে?
কেন অথর্ব যত সম্পদ, এত প্রিয় আমার?
জবাব আছে?
জবাব নেই!

তোমাদের আদালতে এই প্রশ্নের কোন মূল্যও নেই
তাই এর উত্তরও কেউ খোজে না!

তোমাদেরও কিন্তু আমি খুজতে বলছি না!

তবে প্রশ্নগুলো ভেবে দেখো...
কিংবা পাগলের প্রলাপ ভেবে ভুলেও যেতে পার!
বাঁধা দেবার কেউতো নেই!

শুধু মনে রেখো,
এ এক বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত আসামীর জবানবন্দী!

যার পিছনে ধাওয়া করছে না হুলিয়া
ঝুলছে না কোথাও ফাঁসির দড়ি
কিন্তু তা শুধু তোমাদের দণ্ডবিধিতে.....

অনাগত শাশ্বত ভবিষ্যতের কাঠগড়া
আমায় ছাড়বে কি???

----------o----------

ভালবেসে

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

মায়ায় পড়েছি ভালওবেসেছি , কখনও বলিনি তোমায়
রঙধনু রঙে সাজাবো ভেবেছি, হাঁটবো বালুকাবেলায়।

হাতে রেখে হাত, জলে ভেজা পা, দিগন্তে সূর্য কাঁদে
আমার আকাশে আবীর যেন, নতুন স্বপ্ন বাঁধে।

গতিপথ ভুলে কোথায় চলেছে, মোর খরস্রোতা নদী
আজ ইচ্ছে শুধুই তোমার জন্য, নির্ঝর হয়ে কাঁদি।

তুমি আছ তাই সব ভুলে গেছি, অজানা সুখের তোড়ে
এ কোন নেশা হারিয়েছি দিশা, গভীর অন্ধকারে।

জ্যোৎস্না রাতে তোমারে স্মরি, স্বপ্নে বিভোর আমি
দূরে যদি থাকো বুক ফেটে যায়, জানে অন্তর্যামী।

জোনাকি মিছিল উড়ে চলে দূরে, হাজার তারার দলে
সাজাবো তোমায় লাল গোলাপ আর রজনীগন্ধা ফুলে।

অঙ্গে জড়ানো ফুলের গহনা, সুরভী যখন ছড়ায়
কোন পথে মোর প্রাণ ছুটে চলে, তাই বোঝা হয় দায়।

আকাশের নীলে, সাদা গাঙচিলে, তুমি আস কোথা হতে?
মেঘের ভেলা শুধু ভেসে চলে, তোমার চলার পথে।

বৃষ্টিকে বলি তোমার গালের, স্পর্শ খানিক নিয়ে
আমার উপর শুধু ঝরে পর, তুমুল আবেগ দিয়ে।

গিরির মুকুট হিমানী খণ্ডে, প্রভাকর ঝলকায়
তোমার চোখের অপরূপ ছবি, সে আলোকে দেখা যায়।

বহুরঙ্গা পাল তুলে ধরে হাল, সুদূরের পথে তরী
পাখিরা সকল কলতানে ডাকে, তোমার নামটি ধরি।

আমিও ডাকি, শোন ওগো প্রিয়া, তোমাকেই ভালবাসি
ভালবেসেই করবো সুখকে জয়ী, বেদনাকে পরবাসী!

----------o----------

আমি কাঁদতে চাই

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে
চোখ ফেটে জল আসে
বুক ভেঙ্গে গেছে সেই কবে.....
তবুও কিভাবে যেন দুঃখগুলো বুকেই রয়ে যায়!

সহস্র ভাঙা ফাটল দিয়ে বেড়িয়ে
বাতাসে ভেসে সুদূরে হারিয়ে যায় না।

বরঞ্চ প্রতিনিয়ত অবাধ্য বাস্পের মতই
দখল করে নিচ্ছে সমগ্র বুক
সমগ্র সত্ত্বা...

আমি কাঁদতে চাই, কিন্তু কেন যেন পারিনা
বড় হয়ে গেছি নাকি?
পাছে কেউ দেখে ফেলে,
সেই ভয়টাও হয়তো তাড়া করে বেড়ায়!

মিথ্যে এই অহংবোধের ফাঁদে পড়ে
দুঃখগুলোও লীন হবার সুযোগ পায় না

আমি তাদের কোন দোষও দেই না!
দোষ এই আমার, আমার মনের।

চোখের জলগুলো মোবাইল কার্ডের মত
জমা হতে হতে মেয়াদ শেষে
চিরতরে ফুরিয়ে যায়
শুকিয়ে যায়
বিচ্ছিন্ন হয় মনের সাথে সকল বৈধ সংযোগ

আবার জল জমে, ফুরিয়ে যায়
তবুও আমার কাঁদা হয় না!
সত্যি বলছি, আমি কাঁদতে চাই
অঝোর ধারায় কাঁদতে চাই
সেই কান্নায়
অশ্রুরা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবে
কৃষ্ণপক্ষের আঁধারে ছাওয়া
আমার হৃদয়

তাইতো আজও আমি
একপশলা কান্নার প্রতীক্ষায়
একা বসে!

----------o----------

রিক্ততা

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

এতটা ভালবাসা দেবার পর
কি-ই বা বল থাকে আমার?
তোমায় নাহয় আমার হয়ে
বৃষ্টির জল ছোঁবে আবার!

আবার তোমায় হাসতে দেখে
হাসবে নাহয় ভোরের রবি
তোমায় দেখে নতুন করে
শিল্পী আবার আঁকবে ছবি!

আমার কাছে শুধুই আছে,
সময়, তোমায় নিয়ে ভাবার
আমার হয়ে ফুলগুলো সব
কারন খোজে লুটিয়ে পড়ার!

আকাশ নাহয় আমার হয়ে
বাঁধবে তোমায় আলিঙ্গনে
শিশিরগুলো ঘাসের বুকে
পড়বে ঝরে জন্মক্ষণে!

আবার নাহয় আমার নদী
ঢেউ ভাঙ্গবে তোমার বুকে
তোমার জন্য পালতোলা নাও
হারিয়ে যাবে সুদূর বাঁকে!

আবার নাহয় দূরের পাহাড়
দাড়িয়ে থেকে তোমার পাশে
বুকফাটা মোর অশ্রুগুলো
ঝর্ণা হয়ে যাবে মিশে!

আমার হয়ে পূর্ণিমা চাঁদ
দেবে তোমায় আলোর নহর
তোমার জন্য গভীর নিশি
রাখবে তুলে নতুন প্রহর!

রিক্ত আমি নাইবা দিলাম
নতুন কিছু তোমায় সঁপে
একটুখানি সময় পেলে
ভালবাসাটা দেখো মেপে!

----------o----------

তোমায় চাইনা

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

আমি আঁধারের পানে চেয়ে থাকি
এ অমানিশা আমার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে
তুমি আলো, তাই তোমার দিকে চাই না
পাছে আমার দৃষ্টি হারাই, এই ভয়ে!

আমি ছাই চাই, ছাইয়ের গুড়ো.....
শূন্যে ধুলোর মতো উড়ে যাবে আমার দুঃখ নিয়ে
তুমি জ্বলন্ত কয়লা...
আমার দেহ মনে অসহ্য জ্বলুনির জন্য
তুমিই দায়ী!
পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পার এই আমায়

বর্ষার অবিরাম ঢল
বড় নির্মল, বড় পবিত্র
আমার শ্রান্তি দূর করে, শান্তি আনে
তুমি রৌদ্রদীপ্ত খরা...
আমি তোমায় চাই না!

আমি পাখি দেখি...
ভোরের পাখি, সন্ধ্যার পাখি
মিষ্টি গানের সুরে মাতাল হই বারবার

তুমি ডানা মেলা আকাশচারী বটে,
তবে যুদ্ধ-বিমান!
লৌহনির্মিত কঠিন তোমাতে
বারুদের বিদ্বেষ ছাড়া নেই কিছুই!

সায়রে ডুবতে চাই, উন্মাদ কোন ডুবুরীর ন্যায়
তোমার দুচোখের অন্ধকূপে ঝাঁপ দিতে চাই না!

মুক্তোর ঝিলিক চাই, অদ্ভুত সুন্দর
তোমার হাসির শ্রাবণ ঢলে,
মাথা এলোমেলো হোক, প্রাণ তোলপাড় হোক
তা চাই না
সত্যি ই চাই না!

তোমার কালো চুলের দোলায়
ধানের শীষে বাতাসের স্মৃতি ভুলতে
আমার প্রাণ এতটুকু সায় দেয় না!

দোহাই তোমার, আমায় আর পাগল করো না!

সরিয়ে নাও তোমার রূপের পসরা
আমি অচেনা ভিনদেশী সওদাগর
এ ভ্রমের মায়াজালে আমায় বিভোর করো না...
এ হাটে আমি সওদা করতে চাই না
আমি চাই না
তোমায় আমি পেতে চাই না!

----------o----------

এখনও

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

আকাশের বুক চেরা একমুঠো আলো
আমারে না বাসো যদি, তারে বেসো ভালো
তোমারে সে দেবে এনে
দুঃখ ভরা এ জীবনে
শান্তির নীড় ঘেরা সুখ টলোমলো !

দখিনা বাতাসে ভাসা ফুলের সুবাস
তব তরে বয়ে আনে, কিসের আভাস?
বুক ভরে ঘ্রান নিয়ে
সব ব্যাথা ভুলে গিয়ে
করোগো পূরণ তোমার, যত অভিলাষ!

জোছনার বাণে ভেজা রুপালী নদী
অশ্রুর ঢল হয়ে বয়ে চলে যদি
এক আজলা জল তুলে
শুধু ভালবাসি বলে
বুঝে নিও তোমার জন্য এখনও কাঁদি!

----------o----------

আমার দুঃখ কোথায়

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

আজকাল আর কোন কিছুতেই আমি দুঃখ খুজে পাই না
প্রভাতের সদ্য উদয় হওয়া সূর্যটা
যখন গভীর কালো মেঘের আড়ে চলে যায়
তখন আমি দুঃখ খুজে পাই না
তারপর
যখন একসময় পরাজিত মেঘের আড়াল থেকে
বেড়িয়ে আসে দুর্দান্ত বীরের মতই উজ্জ্বল প্রভাকর
তখনও আমি দুঃখ খুজে পাই না!

প্রিয়জনের নির্মম আঘাতে যখন মনে হয়
এখন একটু কাঁদলেও পারতাম.....
তখনও আমার মনে এতটুকু দুঃখ খুজে পাই না!

তিল তিল করে গড়া সুখ-স্বপ্নগুলো যখন
এক নিমিষে শূন্যে মিলিয়ে যায়
তখনও কিন্তু আমি কোন দুঃখ পাই না!

ঘটনা প্রবাহের দুঃসহ চাপে
ঘাত প্রতিঘাতের অসহ্য পেষণে
যখন ক্লান্ত রিক্ত এই আমি
ঝড়ে পড়া কোন বৃদ্ধ গাছের মতই নুয়ে পড়ি
তখনও এ জীবনের বেলাভূমিতে শুয়ে
আমি দুঃখ খুজে পাই না!

সত্যি বলতে কি,
আজকাল আর কোন কিছুতেই আমি
সুখও খুজে পাই না!

----------o----------

পাগল রাজপুত্র

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

জানি তুমি সব ভুলে যাবে...
গোধূলি বেলার আবীরে আঁকা তোমার ছবি
মুহূর্তেই হারাবে সব রঙ...
অধরা তোমায় ছুঁতে গিয়ে রিক্ত এই আমি
হয়তো আবার নিঃস্ব হব!

তবু জেনে রেখো, বসন্তের প্রথম কোকিলের গান
ঠিকই পৌছবে তোমার দোরে...
আমের মুকুলের অসহ্য ঘ্রাণে
স্নান করে নেবে আমাদের ভালোবাসা!

সাত সমুদ্র তের নদীর তীরে
সহস্র বছর পেরিয়ে এই তেপান্তরে
তোমারই অপেক্ষায় পথ চেয়ে রবে
দেশান্তরি এক পাগল রাজপুত্র!

----------o----------

অঙ্গীকার

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

কেউ কথা রাখেনি বলে, আমিও রাখবো না
এমনটি ভেবো না
কেউ কাছে ডাকেনি বলে, আমিও ডাকবো না
এমনটি ভেবো না!

যদি তোমার কথা রাখতে গিয়ে
সব কথা ভেঙ্গে ফেলতে হয়
ভাঙ্গবো, তবু তোমার কথা ভুলে যাবনা।

যদি তোমায় কাছে ডাকতে গিয়ে
সবাইকে দূরে যেতে দিতে হয়
দেব, তবু তোমায় হারাতে দেবনা।

কেউ ভালবাসেনি বলে, আমিও বাসবো না
এমনটি ভেবো না
কেউ পাশে থাকেনি বলে, আমিও থাকবো না
এমনটি ভেবো না!

যদি তোমায় ভালবাসতে গিয়ে
শুধু ঘৃ ণাইকুড়াতে হয়
কুড়াবো, তবু এ ভালবাসা স্তব্ধ হবেনা।

যদি তোমার পাশে থাকতে গিয়ে
অন্য সবাইকে হারাতে হয়
হারাব, তবু তোমায় ছেড়ে কক্ষনো যাবনা।

এ দৃঢ় অঙ্গীকার
তোমার-আমার
শাশ্বত এক পবিত্র ভালবাসার,
টুটবেনা কভু জেনে রেখো তুমি
আসুক যতই তুফান আবার!

চিরকাল আমার আমি
তোমারই রয়ে যাব।

----------o----------

অবুঝ ভালবাসা

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

যে ভালবাসা
হারিয়ে ফেলেছি
তা-ই আবার
চাইছি কেন?

একই ভুলে
ডুবতে আবার
হৃদয় আমার
যাচ্ছে যেন!

ভালবাসার
মিষ্টি পরশ
ভুলব আমি
কোথায় গিয়ে?

আকাশ কুসুম
ভাবনাগুলো
দূর গগনে
উড়িয়ে দিয়ে?

আমায় কি সে
রাখবে মনে
যতন করে
স্মৃতির মাঝে?

আবার আমি
আসব ফিরে
হয়তো কোন
অবুঝ সাঁঝে!

রৌদ্র ঝরা
ভর দুপুরে
ক্লান্ত তুমি
শ্রান্ত হয়ে,

ডাকবে কি গো
আমায় আবার
রিক্ত আমার
দোরে গিয়ে?

তোমার যত
দুঃখগুলো
অশ্রুজলে
দেব ধুয়ে,

পুরস্কৃত
করো আমায়
তিরস্কারের
ডালি দিয়ে!

সুখে আছো
থেকো সুখে
আমি-ই নাহয়
সর্বনাশা,

তাতে কি আর
যাবে মুছে
আমার অবুঝ
ভালবাসা?

----------o----------

শাশ্বত

--- তৌফির হাসান উর রাকিব

তোমার ফোটা ফোটা অশ্রুগুলো যখন শুধুই আমার
তখন
অন্য কারো জন্য তোমার এক চিলতে হাসিতে
কি-ই বা বল যায় আসে আমার?

তোমার বুকের প্রতিটি গোপন পথে যখন শুধুই আমি
তখন
অন্য কেউ তোমার হাত ধরে বহু পথ হেটে গেলে
আমি কেন দুঃখ পাবো বল?

তোমার দু-চোখ যখন শুধুই আমার স্বপ্ন দেখে
তখন
অন্য কেউ সেই চোখে বহুক্ষণ চোখ রাখলে
এ দুনয়ন কি আমায় ভুলে যাবে?

তোমার অধর, তোমার ওষ্ঠ, যখন শুধুই আমার কথা বলে
তখন
অন্য কেউ সেই ঠোঁটের স্পর্শে রঞ্জিত হলে
কি-ই বা আমি হারাব বল?

তোমার চুলের সুবাস যখন শুধু আমায়-ই মাতাল করে
তখন
অন্য কেউ সে চুলে হাত বুলিয়ে বিলি কেটে দিলে
সে চুল আমায় কি আর ডাকবে না?

তোমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসায় যখন আমি সিক্ত
তখন
অন্য কেউ তোমায় নতুন করে ভালবাসলে
আমাদের এতে কি ক্ষতি বলতো?

অপেক্ষায় আছে মহাকাল.....
শাশ্বত ভালবাসার শিকল ভাঙ্গার গান শুনবে বলে!
এসো
আরও একবার তাকে হতাশ করি!

----------o----------

তৌফির হাসান উর রাকিব, একজন গল্পকার ও কবি। কবিতা লিখতেন অনেক ছোটবেলা থেকেই, এর খানিকটা পর গল্প লেখা শুরু। স্বনামের পাশাপাশি ছদ্মনামে লিখতে পছন্দ করেন। ইতোমধ্যে অনেক পত্র-পত্রিকায় তার লেখা গল্প-কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম ১৯৮৮ সালের ১৩ নভেম্বর, কুমিল্লা জেলায়। জি.পি.এ ৫ সহ, এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পাশ করেছেন যথাক্রমে কুমিল্লা জিলা স্কুল এবং নটরডেম কলেজ থেকে। বর্তমানে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নরত। বাবা, মোঃ ফজলুল করিম চাকুরীজীবী এবং মা, কামরুন নাহার একজন শিক্ষিকা। দুই ভাইবোন এর মধ্যে কবি বড়। বিতর্ক আর কবিতা আবৃতিতে তার আকর্ষণ দুর্নিবার। কুমিল্লা জিলা স্কুলে অধ্যায়নকালে অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিতর্ক প্রতিযোগিতায়।
ভালোবাসেন বই পড়তে আর গান শুনতে।

www.uralponkhi.com